গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ ০৭/০৩/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক প্রস্তাবিত "পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (শিল্প ও শক্তি) আহমদ হোসেন খান এর সভাপতিত্বে গত ০৭/০৩/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক প্রস্তাবিত "পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক" তে সন্নিবেশিত।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকল্পের নামঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম।

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

(i) **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ।

(ii) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা**: বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)

(গ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ (কোটি টাকায়)

জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব	মোট
১৩৮৭.৯৮১১	-	৬.২৭০৬	১৩৯৪.২৫১৭

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত।

(ঙ) **প্রকল্প এলাকাঃ** সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার ৫টি (হবিগঞ্জ পবিস, মৌলভীবাজার পবিস, সুনামগঞ্জ পবিস, সিলেট-১ পবিস এবং সিলেট-২ পবিস) পবিস।

(চ) **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ;
- প্রকল্পটির আওতায় ৭,০০০ কিঃমিঃ (৩৩ কেভি এবং নিম্নতর) বিতরণ লাইন এবং নতুন সাবস্টেশন ১২টি, ১৯টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন এবং ৩টি সুইচিং স্টেশন নির্মাণের মাধ্যমে ৩,০০,০০০ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান;
- ২০০০ টি ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন।

(ছ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নেই। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং প্রকল্পটি উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধানকে আহবান জানান। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধান প্রকল্পের পটভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকার ''২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ'' নিশ্চিত করণে সর্বোচ্চ অগ্রধিকার প্রদান করেছে।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগের পরামর্শে সিলেট বিভাগীয় অঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য একটি Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়, যার আলোকে পিজিসিবি, পিডিবি ও বিআরইবি'কে প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণিত ''পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ সিলেট বিভাগীয় প্রকল্প'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে এবং যার কার্যপরিধি বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর চলমান ও গৃহীতব্য নতুন প্রকল্পের কার্যপরিধির সাথে সমন্বয় করে নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি ১৩৯৪.২৫১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি ১৩৮৭.৯৮১১ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব ৬.২৭০৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

৩। আলোচনাঃ

৩.১ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি সভায় সিলেট জোনে বর্তমান লোড চাহিদা কত, ২০৩০ সাল নাগাদ এ চাহিদা কততে উন্নীত হবে, উক্ত লোড চাহিদার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, সিলেট বিভাগের বর্তমান লোড চাহিদা ৩৭২ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এ চাহিদা গিয়ে দাড়াবে ৭৬০মেগাওয়াট। প্রকল্পটি গ্রহণের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের ৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৯০% এলাকা বিদ্যুতায়ন, ওভারলোড নিরসন, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাসমূহে বাপবিবোর্ড এর বিদ্যমান লাইনের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা ডিপিপির পটভূমিতে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.২ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের অনুকূলে প্রস্তাবিত জনবল অর্থ বিভাগের নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি'তে জনবলের সংখ্যা ও সে মোতাবেক ব্যয় প্রাক্কলন করা সমীচীন। অধিকন্তু জনবলের বেতন ভাতাদির তথ্যাদিও হালনাগাদ নয় এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পটির জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের আলোকে জনবলের সংখ্যা ও সে মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করে ডিপিপিটি পুনর্গঠন করা হবে। সভায় অর্থ বিভাগের সুপারিশের আলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৩.৩ সভায় প্রকল্পের আয় ব্যয় বিশ্লেষণে EIRR=৩২৬.৭৪ এর প্রাক্কলন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আরইবি'র প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের EIRR পূর্বের অনুমিত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে-যা ভুল হতে পারে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ এর প্রতিনিধি EIRR এর প্রাক্কলন-ভিত্তি পুনরায় পরীক্ষান্তে সংশোধন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। সভায় প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পুনঃপরীক্ষান্তে তা সংশোধিত অবয়বে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশিত করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৪ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ডিপিপি'তে বর্ণিত ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবতার আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা সমীচীন হবে মর্মে উল্লেখ করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পটি ৩ (তিন) বছর মেয়াদি। ডিপিপিতে অর্থ বছর ভিত্তিক মালামাল ক্রয়সহ সকল ব্যয়ের বিভাজন রয়েছে। এডিপি বরাদ্দের আলোকে

একটি সম্পূর্ণ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে সকল মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন বিধায় একই মালামাল বিভিন্ন বছরে ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইরূপ প্যাকেজ ভিত্তিক মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ১৭ নং ধারা অনুসরণ করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের এ জবাব কমিটির নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়।

৩.৫ সভায় এ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত আঞ্চলিক ওএন্ডএম কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ২.৫ একর জমির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর কৃষি জমির ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে ওএন্ডএম কমপ্লেক্স এবং তদসংলগ্ন বিভিন্ন ক্যাটাগরীর আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Horizontal Expansion এর পরিবর্তে Vertical Expansion এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জমির পরিমাণ যৌক্তিক পরিমাণে হ্রাস করা এবং জমির মোট মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর দপ্তরের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে করতে হবে মর্মে সভায় ঐকমত্য হয়।

৩.৬ সভায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে ২০০০ ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার সাথে বাপবিবো কর্তৃক প্রস্তাবিত অপর একটি প্রকল্পের আওতায় ৭০০০০ ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন প্রকল্পের সাথে কোনরুপ দ্বৈততা আছে কি না সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, আরইবি কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক ৯৭৪১টি ট্রান্সফরমার আপগ্রেডেশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ''পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭০,০০০ ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগের ৫টি পবিসে ৩,৬২৩ টি ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পে ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপনের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ''পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭০,০০০ ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পে সংস্থানকৃত ট্রান্সফরমার ও পবিস কর্তৃক সময় সময় প্রতিস্থাপনকৃত ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার এর সংখ্যা বাদ দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। ওভারলোডিং একটি চলমান প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত নতুন গ্রাহক সংযুক্ত হওয়ায় ট্রান্সফরমারও ওভালোডেড হচ্ছে। এ বিষয়ে সভা ঐকমত্য পোষণ করে।

৩.৭ ডিপিপি'র ১০ নং অনুচ্ছেদে প্রকেল্পের লগ ফ্রেম এর বিষয়ে সভায় পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনাপূর্বক এটিকে আরো সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক এবং সমৃদ্ধ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩.৮ সভায় আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ থেকে অব্যাহতি চেয়ে গত ২৯/১২/২০১৫ ইং তারিখে বিজ্ঞাখস মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে ডিও পত্র প্রেরণ করেছেন। যার উত্তর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত আলোচনান্তে, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইন ও বিধি এবং পরিপত্র মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাপবিবোর্ড-কে গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৯ ডিপিপি পৃষ্ঠা ১২ এর অনুচ্ছেদ ১৭ সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে তা সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩.১০ সভায় প্রকল্পের আওতায় ৪টি জীপ, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ও ১০টি মটর সাইকেল ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা/যথার্থতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচেনান্তে ৪টি জীপ গাড়ির পরিবর্তে ২টি জীপ এবং ১টি পিক-আপ এর পরিবর্তে ২টি পিক-আপ এবং ১০টি মোটর সাইকেলের সংস্থান রাখার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয় এবং আলোচ্য প্রকল্পে সংস্থার অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যানবাহন ক্রয়ের অর্থ জিওবি'র পরিবর্তে আরইবি'র খাত থেকে মেটানোর বিষয়ে সভায় ঐকমত্য হয়।

৩.১১ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে ডিপিপি ৪ নং পৃষ্ঠায় Code description এর সাথে বন্ধনীর ভেতর সংযুক্তির পৃষ্ঠা/পাতা উল্লেখ এবং ৪৬ নং পৃষ্ঠায় প্রশিক্ষণের বিভাজন উল্লেখ করাসহ অন্যান্য ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধনের বিষয়ে আলোচনান্তে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে তা সংশোধিত অবয়বে সন্নিবেশিত করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩.১২ আইএমইডি'র প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় বিস্তৃত করার প্রস্তাব করা হলেও সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার নাম প্রকল্প এলাকা বহির্ভূত। এ বিষয়ে বাপবিবোর্ড প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক সীমানা এবং প্রশাসনিক উপজেলার ভৌগলিক সীমানার পার্থক্য থাকায় এমনটি হয়েছে। ধর্মপাশা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন সুনামগঞ্জ পবিসের আওতায় এবং অবশিষ্ট ৮টি ইউনিয়ন নেত্রোকোনা এর পবিস এর আওতাভুক্ত। যেহেতু ধর্মপাশা সিলেট প্রশাসনিক বিভাগের আওতাধীন তাই এটিকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বাপবিবোর্ড প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ধর্মপাশা উপজেলায় প্রকল্পের কাজ বর্ধিত করা হলে প্রস্তাবিত প্রকল্পের নতুন লাইন নির্মাণের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং এ খাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। সভায় এ বিষয়ে বর্ধিত লাইন এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ খাতের প্রাক্কলন চূড়ান্ত করতঃ তা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়।

৩.১৩ প্রকল্পের নামের সাথে সদর দপ্তরের ভৌত নির্মাণ অংগ সংযুক্ত থাকায় আলোচ্য প্রকল্পের নাম এর সাথে কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা রাখার নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশন থেকে এর নাম সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে এ প্রকল্পের নাম নিম্নরূপ রাখার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ হয় -"সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন"।

৪। <u>সিদ্ধান্তঃ</u> বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে " সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং এর সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন"-শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়ঃ

৪.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাসমূহে বাপবিবোর্ড এর বিদ্যমান লাইনের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা ডিপিপির পটভূমিতে উল্লেখ করতে হবে;

৪.২ অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের আলোকে জনবলের সংখ্যা ও সে মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করে ডিপিপিটি পুনর্গঠন করতে হবে;

৪.৩ প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পুনঃপরীক্ষান্তে তা সংশোধিত অবয়বে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশিত করতে হবে;

৪.৪ কৃষি জমির অপচয় রোধকল্পে ওএন্ডএম কমপ্লেক্স এবং তদসংলগ্ন বিভিন্ন ক্যাটাগরীর আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Horizontal Expansion এর পরিবর্তে Vertical Expansion এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জমির পরিমাণ যৌক্তিক পরিমাণে হ্রাস করতে হবে এবং জমির মোট মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর দপ্তরের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে করতে হবে;

৪.৫ প্রকেল্পের লগ ফ্রেম এর বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনাপূর্বক এটিকে আরো সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক এবং সমৃদ্ধ করতে হবে;

৪.৬ পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইন ও বিধি এবং পরিপত্র মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাপবিবোর্ড-কে গ্রহণ করতে হবে

৪.৭ প্রকল্পের আওতায় ২টি জীপ, ২টি পিক-আপ এবং ১০টি মটর সাইকেলের সংস্থান রেখে সে অনুযায়ী এ খাতের প্রাক্কলন পুনঃনির্ধারণ করতে হবে এবং আলোচ্য প্রকল্পে সংস্থার অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যানবাহন ক্রয় খাতের অর্থ জিওবি'র পরিবর্তে আরইবি'র খাতে প্রদর্শন করতে হবে;

৪.৮ ধর্মপাশা উপজেলাকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে প্রস্তাবিত প্রকল্পের এলাকার তালিকা সংশোধনসহ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে এ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন চূড়ান্ত করতে হবে;

৪.৯ ডিপিপি এর অনুচ্ছেদ ১৭ (পৃষ্ঠা ১২) সঠিকভাবে পূরণ এবং ডিপিপি ৪ নং পৃষ্ঠায় Code description এর সাথে বন্ধনীর ভেতর সংযুক্তির পৃষ্ঠা/পাতা উল্লেখ এবং ৪৬ নং পৃষ্ঠায় প্রশিক্ষণের বিভাজন এর উল্লেখসহ অন্যান্য ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধনকরতঃ পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সংশোধিত অবয়বে সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪.১০ প্রকল্পের নামকরণ "সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন" করতে হবে; এবং

৪.১১ ৪.১ থেকে ৪.১০ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে যথাশীঘ্র সম্ভব তা পরিকল্পনা কমিশনে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণার্থে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
৩০/০৩/২০১৬
(আহমদ হোসেন খান)
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন